রাঙা মেঘ

মহাম্মদ নুর-উদ্দীন

ছোট পরিবার

ছোট পরিবার সুখী পরিবার।

আমরা দুজন, আমাদের দুজন।

অনেক বুঝাল হাসান। আলি হাসান। কিছুতেই কথাটা মেনে নিতে পারছিল না জোবেদা। মাথা নীচু করে হাতের সূচটা দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল। সর্ব শরীর মৃদু মৃদু দুলতে লাগলো হাতের তালে তালে।

শীতের সকাল। সোনালি রোদ উঠানে পড়েছে। সূর্যের দিকে পিঠ করে এক মনে সেলাই করছে জোবেদা। পাশে সেলাই করা কাপড়ের স্তুপ। অন্যপাশে মেশিনে সেলাই করছে হাসান।

— বুঝলে তুমি অপারেশন করিয়ে নাও। কোনো উত্তর না দিয়ে মাথা হেঁট করে নিলো জোবেদা। হাতে বোধ হয় সূচটা বিঁধে গেল। টিপে একটু রক্ত বের করে কুচো কাপড়ে মুছে আবার সেলাই করতে লাগলো।

গরীব ঘরের মেয়ে জোবেদা। বাপের বাড়ি দরজীর কাজ করে এসেছে। আবার শ্বশুর বাড়িতেও দরজীর কাজ করতে হচ্ছে।

এ এক জীবন!

ভাবতে মনটা কেমন করে হাসানের। ছোট সংসার মাত্র দুটি মেয়ে। সামান্য রোজগারে তাতে হিম্‌সিম খাচ্ছে ও। তাদের দুধ ভাত কাপড় চোপড় ডাক্তার, বদ্যি পেরে উঠছে না সে। এরকম অবস্থায় পেটে আর একটা বাচ্চা এলে খাবে কী? এ এক বিরাট ভাবনা।

সব বোঝে জোবেদা। সপ্তাহ তিন দিন কাজ মাত্র। বাকি চার দিন বসে হাওয়া খাওয়া। তিন দিন কাজে সংসার চালানো কী কষ্ট সে বোঝে।

হাসান বলল — আচ্ছা নয়তো আমি .....।

— না।

তাতেও রাজি নয় জোবেদা। ও চায় একটা বাচ্চা আসুক, সেটা হবে ছেলে।

— আচ্ছা ও মেয়ে তো হতে পারে।

— না। তোমার মনের কথা নয় জোবেদা। আল্লার দেওয়া জিনিস মেনে নিতে হবে। এটা তুমি বলতে পারো না ছেলে হবে। আরও একটা কন্যা যদি জন্মায় তা হলে আমাদের অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছো একবার।

— ও কথা বলো না গো। আমার মন বলছে এবার বাচ্চা হলে ছেলেই হবে।

ওর দৃঢ়তায় চুপ করে যায় হাসান।

টানাটানির সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। তা আবার এতগুলো বাচ্চা। মোটেই ভাল লাগে না হাসানের।

জোবেদাকে কিছুতেই বোঝানো যায় না। হাসান লুকিয়ে নিজেই চলে যায় ডাক্তারের কাছে। মাত্র এক ঘন্টার ব্যাপার কেউ জানবেনা।

কিন্তু আশ্চর্য্য। ডাক্তারের কাছ হতে আসার পরই জোবেদা কাঁদ কাঁদ সুরে বললো -- ওগো দুটো পায় পড়ি। ও কাজ করো না। পাপ হবে। বাচ্চা মেরো না।

প্রথমে অবাক হলো, পরে সামলে নিয়ে হাসান বলে, আজ কাল তো সবাই করছে। এখানে, বাংলাদেশে, পাকিস্তানে কোথাও তো পাপ বলছে না।

-- না গো না মন বলছে পেটে ছেলেই আছে। একটি মাত্র ছেলে ব্যাস। আর না। ভিটেয় বাতি দেবে।

ভিটের কথা বলতে বহু দিনের কথা মনে পড়ে গেল হাসানের। বাপের একমাত্র সন্তান। মা মারা গিয়েছিল ছোট বেলায়। বাবা আর বিয়ে করেন নি। বহু কষ্টে মানুষ করেছেন। বাবার রোগ পান্ডুর চেহারাটা এখন জ্বল জ্বল করছে। বাবা মরবার আগে হাত দুটো ধরে বলেছিলেন -- বাবা আলি হাসান। দেবার মত কিছু রেখে যেতে পারিনি। শুধু এই দু'কাঠা বাস্তু ভিটেটা দিয়ে গেলাম। হাত ছাড়া করিস্‌নে। বাতি জ্বালাস্‌।

তারপর সবশেষ। চোখ দুটো ভরে উঠল জলে।

সে অনেক দিনের কথা।

তার একটা সন্তান এসে বাতি জ্বালাবে মন্দ কী!

দিন এগিয়ে আসছে।

ভয় বাড়ছে জোবেদার।

যদি মেয়ে হয় আবার। তা'হলে মুখ দেখাবে কেমন করে। জোর করে বলেছে তো ছেলে হবে।

একদিন সত্যপীর বাবার মাজারে সিন্নী দিয়ে এলো। প্রার্থনা জানালো। আল্লাহ মান ইজ্জত বাঁচাও। আর কিছু চাইনি। একটি মাত্র পুত্র সন্তান দাও। ভিটেয় বাতি জ্বলুক।

আরও মাজারে ঘুরলো।

পেটে যন্ত্রনা উঠলো একদিন। বেহুস জোবেদা। চোখ মেলে যখন দেখল একটা শিশু নিয়ে পরিষ্কার করছে হাসপাতালের নার্স।

— কি? ছেলে না মেয়ে? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল জোবেদা।

— মেয়ে।

থত মত খেলো জোবেদা। তা'হলে ..... । হাসিমুখে নার্স বলল না গো না ছেলে হয়েছে। হ'বে তো।

খুশিতে মন ভরে উঠল জোবেদার। মান রেখেছে আল্লা। ছেলে কোলে নিয়ে বাড়ি ফিরল সদর্পে।

ছেলে কোলে তুলে দিল হাসানের।

কয়েকদিনের মধ্যেই আত্মীয় স্বজনে বাড়ি প্রায় উপছে পড়ল।

গর মরসুমের বাজার। কাম নেই। তার উপর আত্মীয় স্বজন। বিপাকে পড়ল হাসান। বিয়েতে দেওয়া এক জোড়া কানের মাকড়ি স্যাকরার দোকানে বন্ধক রেখে মান বাঁচাল।

তারপরেও নানান আত্মীয় স্বজন দেখতে আসতে লাগলেন। হাসানের পুত্র সন্তান হয়েছে। বড় আনন্দ। পায়ের নূপুর হাতের আংটি সব চলে গেল একে একে।

একদিন শুনলো জোবেদার বুকে দুধ নেই শুকিয়ে গেছে। ডাক্তার বললেন -- টিনের দুধ খাওয়াতে হ'বে। কাম নেই। তার উপর টিনের দুধ। বন্ধক দেবার মত কিছু নেই। শুধু বাস্ত ভিটে টুকু যা।

দিনের পর দিন ছেলে শুকিয়ে যেতে লাগলো। ডাক্তার দেখাল।

ডাক্তার বললেন -- রিকেট্। মাস ছয় লাগবে সারাতে। ইন্‌জেকশন দিতে হবে। ভিটামিন খাওয়াতে হবে বাচ্চাকে।

পিছনে বাড়ি ওস্তাগার হালিমের। তার কাছ হতে এক হাজার টাকায় বাস্ত ভিটে বন্ধক রেখে টাকা জোগাড় করল হাসান।

ওস্তাগার হালিমের সুন্দর ঝক্‌ঝকে দোতলা বাড়ি। সামনে টালি দেওয়া ভাঙা বাড়ি হাসানের। অনেক কালের পোড়ো ঘর। সুন্দর বাড়ির জোলুস নষ্ট হচ্ছে।

ওস্তাগার বলল -- দেখ হাসান তোর দু'কাঠা আমায় দিয়ে দে। ফুলের বাগান করি। ওর পরিবর্তে অন্য জায়গায় ভাল জমি কিনে দেই।

বুকের মাঝে কন্ কন্ করে ওঠে হাসানের। মায়ায় ভরা বাস্ত ভিটা।

--নাঃ ওস্তাগার কিছু দিনের মধ্যে টাকা দিয়ে দেব। ভেবোনা।

অগত্যা ওস্তাগার টোপ ফেলে বসে রইল।

দিনের পর দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যেতে লাগল ছোট শিশু। টাকাও জলের মত খরচ হতে লাগল। আরও এক হাজার টাকা ধার করে আনল।

একদিন দেখল ছোট শিশু মরার মত পড়ে আছে। কোন স্পন্দন নেই।

ডুকরে কেঁদে উঠল জোবেদা।

মারা গেছে।

না।

আবার ধিকি ধিকি স্পন্দন চালু হল।

বেঁচে উঠল পুনরায়। সকলে বলল — এ শিশু দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। যমের হাত থেকে বেঁচে এসেছে। এর ভাল ভাবে চিকিৎসার দরকার।

হাসানের শাশুড়ী বললেন। এই ছেলে ভিটেয় বাতি জালাবে। আরও পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এল ওস্তাগারের কাছ হতে। সব আশা ধূলিসাৎ করে বিদায় নিলো ছোট্ট শিশু। মারা গেল। বংশের আলো নিভে গেল।

দিন কয়েক কেটে গেল। ওস্তাগার টাকা চায়। দিতে পারে না হাসান।

একদিন ওস্তাগার হালিম এসে বলল — কাল ঘর খালি করে দিবি, মিস্ত্রী ভাঙবে।

ভোর না হতে দেখল হালিম জনা আষ্টেক লোক ও মিস্ত্রী নিয়ে হাজির। চারিদিকে চোখ বুলিয়ে দেখল। ওর পিছনে কেউ নেই। ভাড়াটিয়া গুন্ডারা ঘিরে ধরেছে তাকে।

এখন সে শুধু একা।

ছেলে নেই। মা নেই। বাপ নেই।

দুঃসময়ে শুধু জোবেদা আর ছোট দুই কন্যা।

পিঠে হাত দিতে চেয়ে দেখল হাসান। জোবেদা ডাকছে কাঁদ কাঁদ সুরে — এসো।

ওদের হাত ধরে পথে নামল হাসান। চিরপরিচিত রাস্তা। ছেড়ে যেতে মন চাচ্ছে না। পিছনে সস্নেহে তাকাল আরও একবার। সাধের ঘর তখন হাতুড়ি দিয়ে ভাঙছে। যেন ওর বুকে হাতুড়ি পিটছে দড়াম্ দড়াম্।

বাপের রোগ-পান্ডুর মুখটা মনে পড়ল আরও একবার কাতর মিনতি — বাবা আলি হাসান বাস্তু ভিটেটা হাতছাড়া করিস্‌নি। বাতি জ্বালাস।

চোখে অন্ধকার দেখল হাসান। জলে ভিজে গেছে দু'চোখ। বাঁধ ভাঙা জল ছাপিয়ে পড়ছে দু'চোখ বেয়ে। জোবেদা আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে ঘন ঘন। জোবেদার বাপের বাড়ি পথ ধরল ওরা।

❑